KRISHI PROJUKTI BARTA

বৈশাখ-চৈত্র ১২ মাসে সংকটকালীন সময়ে কৃষকের করণীয়...

বৈশাখ

- নাবি বোরো ধানের থোড় আসার সময় যাতে খরার জন্য পানির অভাব না হয় সেজন্য আগে থেকেই সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ক্ষেতের এক কোণে সম্পূরক সেচের জন্য মিনিপুকুর খনন করুন। মিনিপুকুরের পাড়ে ও ওপরে মাচায় সবজি উৎপাদন করা যায়।
- বোরো ধানে সঠিক মাত্রায় সেচ দিয়ে পানির অপচয় রোধ করতে হবে। এ লক্ষ্যে এডব্লিউডি সেচ পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।
- শিলাবৃষ্টির আশংকা থাকায় বোরো ধান ৮০% পাকলে কেটে ফেলতে হবে।
- জলি আমন ধানের বীজতলা আগাম বন্যার আগেই তৈরি করতে হবে, যাতে করে বোরো ধান কাটার পরপরই জলি আমন চারা রোপণ করা যায়।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় আগাম জাতের আউশ বা পাট চাষ করতে হবে যাতে বন্যার পানি আসার আগেই ফসল ঘরে তোলা যায়। এ লক্ষ্যে ব্রিধান-২৮, ব্রিধান-৪৫ সঠিক সময়ে বপন ও রোপণ করা উচিত।
- হাওর অঞ্চলে ব্রিধান-২৯ এর জীবনকাল ১৫ দিন কমিয়ে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব।
- বন্যা মোকাবেলায় সক্ষম বিভিন্ন জাতের ধানের পাশাপাশি সবজি ও অন্যান্য ফসলের চাষ করা যায়। এ মাসে মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, শসা, পুঁই, চিচিঙ্গা, বরবটি জাতীয় সবজি লাগিয়ে থাকলে এখন গাছের মাচা বা বাউনির ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বন্যার পানির সাথে সাথে বেড়ে ওঠার মতো জলি আমন ধান চাষ করা যায়।
- গম ও ভুট্টা কাটা হয়ে গেলে বীজ সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

জ্যৈষ্ঠ

- জলি আমন ধান আশ্বিন-কার্তিক মাসে কাটা যায় ও ফলনও ভালো হয়। বোরো ধান কাটার সপ্তাহখানেক আগে বোনা আমন ধানের বীজ ছিটিয়ে দিলে অথবা বোরো ধান কাটার সাথে সাথে আমন ধানের চারা রোপণ করলে বন্যার পানির আগেই চারা সতেজ হয়ে উঠবে।
- আউশ ও বোনা আমন ধানে পামরি পোকার আক্রমণ হলে জমিতে জাল টেনে পোকা মেরে ফেলতে হবে। যদি ধান ক্ষেত মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে সঠিক কীটনাশক ছিটিয়ে পোকা দমন করতে হবে।
- বন্যার কারণে উঁচু জায়গায় রোপা আমন, সবজি ও অন্যান্য ফসলের বীজতলা তৈরি করতে হবে।
- বন্যাকালীন সময়ে চারা নষ্ট হয় বলে অধিক পরিমাণ চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।
- এ মাসে খরা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে আউশ ধান ও পাটের জমিতে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।
- বাছাইকৃত এবং সংরক্ষিত বীজের গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য বায়ুরোধী পাত্রে বীজ রাখা যেতে পারে।
- জমির ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলা উচিত। তাছাড়া হঠাৎ ঝড় বা শিলা বৃষ্টির কারণে পাকা ধানের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
- রোপা আমনের সাথে খরা সহনশীল ফলের (যেমন-কুল) বাগান করে অধিক লাভবান হতে পারেন।
- খরাপ্রবণ এলাকায় রোপা আমন ধান ক্ষেতে মিনি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আষাঢ়

- বন্যার পানিতে ডুবে না এবং প্রচুর আলো বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে উফশী আমন ধানের বীজতলা তৈরি এবং এর যত্ন নিতে হবে।
- অস্বাভাবিক বন্যার ফলে অনেক সময় সরাসরি পাটগাছ থেকে বীজ উৎপাদন সম্ভব হয় না। তাই এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পাটের ডগা বা কান্ড কেটে বাড়ির আঙ্গিনায় বা কোনো উঁচু জায়গায় লাগিয়ে তা থেকে বীজ উৎপাদন করা যায়। আষাঢ় মাসে পাটের কান্ড বা ডগা কেটে লাগানোর উপযুক্ত সময়।
- বন্যার কারণে উঁচু জায়গায় রোপা আমন, সবজি ও অন্যান্য ফসলের বীজতলা তৈরি করতে হবে।

বৈশাখ-চৈত্র ১২ মাসে সংকটকালীন সময়ে কৃষকের করণীয়...

আষাঢ়

- বীজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ বন্যামুক্ত স্থানে বা মাচা বেঁধে উঁচু স্থানে সংরক্ষণ করুন।
- বন্যার কারণে রোপা আমনের বীজতলা তৈরির মতো জায়গা না থাকলে ভাসমান বীজতলায় চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। তাছাড়া দাপগ পদ্ধতিতেও বীজতলায় চারা উৎপাদন করা যায়।
- আগাম বন্যা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকলে আউশ ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকলেই কাটতে হবে।
- আষাঢ় মাসে প্রথম দিকে অর্থাৎ বন্যা আসার আগেই চর এলাকায় পিট তৈরি করে রাখতে হয়। বন্যার পানি সরে গেলে ওপরের জমে থাকা বালি সরিয়ে এতে সবজি বীজ কিংবা চারা লাগানো যায়।
- অনেক সময় এ মাসের প্রথম দিকে অনাবৃষ্টি অথবা আগাম বন্যা হতে পারে। যথাসময়ে চারা রোপণের জন্য সবাই মিলে উপযুক্ত স্থানে আমনের 'কমিউনিটি বীজতলা' তৈরি করা যেতে পারে।
- রোপা আমন ধানের জমি সমান করে তৈরি ও আইল মেরামত করা জরুরি, যাতে বৃষ্টি বা সেচের পানির যথাযথ ব্যবহার হয়।
- নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমনের (ব্রিধান ৩৩, ব্রিধান ৩৯) চাষ করা উচিত যাতে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে ফসল কাটা যায় ফলে খরায় ফসলের কম ক্ষতি হবে।

শ্রাবণ

- পাট পচানোর উপযুক্ত সময় এ মাস। পানির স্বল্পতা থাকলে রিবন রেটিং পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।
- যেসব এলাকায় আগাম শীত আসে, সেসব অঞ্চলে শ্রাবণ থেকে ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তুলা বীজ বপন করতে হবে। অন্যান্য এলাকায় শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত তুলা চাষ করা যায়।
- উপকূলীয় অঞ্চলে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপযোগী উফশী জাতের রোপা আমন আবাদ করা যেতে পারে। ব্রিধান ৪০, ব্রিধান ৪১ ধানের চারা রোপণ করা যেতে পারে।
- রোপা আমন ধানের জমি সমান ও আইল মেরামত করে বৃষ্টি বা সেচের পানি সদ্ব্যবহার করুন।
- নাবি রোপা আমনের পরিবর্তে যথাসম্ভব আগাম রোপা আমনের চাষ করা উচিত যাতে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে ফসল কেটে নেয়া যায়, এর ফলে খরায় ফসলের কম ক্ষতি হবে। বিধান ৩৩ ও ব্রিধান ৩৯ এর চারা রোপণ করা যেতে পারে।
- জমির এক কোণে গর্ত করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বীজ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ বন্যামুক্ত স্থানে বা মাচায় বা যেকোনো উঁচু স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।
- বন্যার পানি নামতে দেরি হলে কচুরিপানার ভাসমান স্তূপের ওপর কিছু মাটি দিয়ে লাউয়ের বীজ বোনা যায়। পানি চলে গেলে স্তূপটি যথাস্থানে বসিয়ে মাচা দিতে হবে।
- বৃষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বন্যায় ক্ষতি হলে মাসের শেষ সপ্তাহে নাবী জাতের বিআর ২২, ২৩, ৩৮, ব্রিধান ৪৬, বিনাশাইল, নাইজারশাইল জাতের আমন ধানের বীজ বপন করুন।

ভাদ্র

- পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যাবকলিত স্থানে নাবি আমন ধান, যেমন- বিআর ২২, বিআর ২৩ ও বিনাশাইল লাগাতে হবে।
- এ সময় বীজের জন্য তোষাপাটের বীজ বুনতে হবে। বন্যায় তোষাপাটের বেশি ক্ষতি হয়।
- বন্যার পানি নামতে দেরি হলে কচুরিপানার ভাসমান স্তূপের ওপর কিছু মাটি দিয়ে লাউয়ের বীজ বোনা যায়।
- বাঁশের চওড়া মুখওয়ালা ঝুড়ি অথবা পচা কচুরিপানার শিকড়ে শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদন করা যায়। এ ছাড়া পলিথিন শীটের নিচে বিভিন্ন আগাম শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদন করা যায়।
- বন্যায় ক্ষতি হলে নাবি জাতের বিআর ২২, ২৩, ৩৮, ব্রিধান ৪৬, বিনাশাইল জাতের আমন ধানের বীজ বপন করুন।

বৈশাখ-চৈত্র ১২ মাসে সংকটকালীন সময়ে কৃষকের করণীয়...

ভাদ্র

- আম, আপেলকুল, বাউকুলসহ বিভিন্ন ফলের চারা রোপণ করুন।
- মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত টবে, ব্যাগে, পলিব্যাগে, ড্রামে শাকসবজির চারা উৎপাদন করুন।
- মাসকালাইয়ের বীজ বপন করুন।
- বেগুন, শিম, লাউ, গিমাকলমি, মরিচ চাষ করুন।
- খরাকবলিত রোপা আমন ধানে ফিতাপাইপ ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ দিন।
- ধানের সাথে মাছের চাষ করে থাকলে তা বন্যার পানিতে ভেসে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আশ্বিন

- খরা দেখা দিলে আমন ধানের জমিতে সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নাইজারশাইল বা লতিশাইল মধ্য আশ্বিন পর্যন্ত লাগানো যায়। আমন চাষের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নাবি জাতের বিআর ২২ ও বিআর ২৩ লাগানো যেতে পারে।
- যেসব জমিতে উফশী বোরো ধানের চাষ করা হয়, সেসব জমিতে স্বল্পমেয়াদি টরি ৭ ও কল্যাণী জাতের সরিষা, ভুট্টার বীজ, লালশাক, পালংশাক ও ডাঁটাশাক প্রভৃতি বিনাচাষে বপনের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- কার্তিক মাসে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর বিনাচাষে রোপণের জন্য আলুবীজ এ সময় সংরক্ষণ করতে হবে।
- পলি ব্যাগ/বীজতলা পদ্ধতিতে উঁচু স্থানে আখের চারা উৎপাদন করা যেতে পারে।
- গম, সরিষা, মাসকলাই, খেসারি, মুগ, তিল, তিসি, যব ইত্যাদি বপন করা যেতে পারে।
- খরাকবলিত রোপা আমন ধানে সম্পূরক সেচের জন্য পিভিসি ও ফিতাপাইপ সংগ্রহ/ব্যবহার করা যেতে পারে।
- মাদায় মিষ্টি কুমড়া ও লাউয়ের বীজ বপন করা যাবে।
- বেগুন, শিম, লাউ, গিমাকলমি, মরিচ চাষ করা যাবে।
- আগাম শীতকালীন সবজি চাষ করা যেতে পারে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে সর্জান পদ্ধতিতে চাষের জন্য বিভিন্ন বেডে মধ্য আশ্বিন থেকে লালশাক, শিম এসব লাগানোর উপযুক্ত সময়।
- বরেন্দ্র অঞ্চলে মিনি পুকুরে মাচায় শিম, লাউ এবং পাড়ে অন্যান্য সবজি চাষ করা যেতে পারে।

কার্তিক

- রোপণকৃত শাকসবজির চারা হঠাৎ বৃষ্টিতে নষ্ট হতে পারে। শাকসবজি রক্ষার জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- কল্যাণিয়া সরিষা, মসুর, খেসারি ও টরি-৭, বারি-৯, পানিকচু বপন/রোপণ করা যায়।
- ছোলা, মুগ, তিল, তিসি, যব ইত্যাদি বপন করা যেতে পারে ।
- মিষ্টি কুমড়া ও লাউয়ের বীজ বপন করা যেতে পারে।
- বিনা চাষে কচুরিপানার মালচিং দিয়ে আলু আবাদ করা যাবে।
- মাটিতে জো আসার সাথে সাথে শীতকালীন শাকসবজি ও বোরো ধানের বীজ বপন করা যেতে পারে।
- চীনাবাদামের বীজ বপন করা যায়।
- মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খরাকবলিত রোপা আমন ধানে ফিতাপাইপ ব্যবহার করে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।
- মাসের শেষ সপ্তাহে গমবীজ বপন করা যেতে পারে।
- আগাম শীতকালীন সবজি চাষ করা যেতে পারে।
- মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত উঁচু স্থানে, পলিব্যাগে অথবা বেডে আখের চারা তৈরী করতে হবে।
- ভুট্টাবীজ বপন করা যেতে পারে।
- চরাঞ্চলে ও অনুর্বর মাটিতে চীনা বাদাম চাষ করা যাবে।
- লবণাক্ত এলাকায় সহনশীল ফসল হিসেবে বার্লি এ মাসের মাঝামাঝি থেকে পরের মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। বারি বার্লি-১ ও বারি বার্লি-২ ও অন্যান্য অনুমোদিত জাত চাষ করা যেতে পারে।

বৈশাখ-চৈত্র ১২ মাসে সংকটকালীন সময়ে কৃষকের করণীয়...

অগ্রহায়ণ

- খরা উপযোগী ফসল যেমন সরগম, মিলেট, কাউন, বার্লি ও গভীর শিকড়যুক্ত ফসলের চাষ করতে হবে।
- আমন ধান কাটার পরপরই জমি চাষ দিয়ে রাখতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে রোপা আমন কাটার আগে রিলে খেসারি আবাদ করা যেতে পারে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে শীতকালীন শাকসবজি আলু, মিষ্টিআলু ও তরমুজের আবাদ করা যেতে পারে।
- ঘেরের বেড়িবাঁধে টমেটো, মিষ্টিকুমড়া চাষ করা যাবে।
- বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করা যাবে।
- মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত খরা সহনশীল ছোলা, মুগ, তিল, তিসি, যব ইত্যাদি বপন করা যেতে পারে।
- খরা সহনশীল কাউন চাষ করা যেতে পারে।
- মাটিতে জো আসার সাথে সাথে শীতকালীন শাকসবজি ও বোরো ধানের বীজ বপন করা যায়।
- গমবীজ বপন সমাপ্ত করতে হবে।
- মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ভূট্টাবীজ বপন করা যাবে।
- এ মাসের প্রথম থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য উপযোগী ব্রিধান-৪৭ এর বীজ বপন করা প্রয়োজন।
- চরাঞ্চলে ও অনুর্বর মাটিতে এ মাসেও চীনা বাদাম চাষ করা যায়।
- উপকূলীয় অঞ্চলে এ সময় মসুর (বারি মসুর ৩, বারি মসুর ৪) ও ছোলা (বারি ছোলা ৪) ও হাইব্রিড তরমুজ চাষ করা যায়।

পৌষ

- মড়ক আলুর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ। মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন, ঠান্ডা ও ভেজা আবহাওয়ায় হঠাৎ করে এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ ফসল ধ্বংস করে দিতে পারে। সুতরাং রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র বা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বন্যাপ্রবণ নিচু এলাকা পানিতে ডুবে যায়। এ জন্য যথাসম্ভব অল্পদিনে পাকে এমন বা আগাম জাতের রবি ফসলের চাষ করতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে রোপা আমন কাটার আগে রিলে খেসারি চাষ করা যায়।
- মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করা যাবে।
- বোরো ধান রোপণ করা যায়।
- খরা সহনশীল কাউন চাষ করা যাবে।
- শীতকালীন শাকসবজি ও বোরো ধানের বীজ বপন করতে হবে।
- মাসের শেষ সপ্তাহে খিরা, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া চাষ করার উৎকৃষ্ট সময়।
- রবি ফসলে ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।
- এ মাসেও চীনা বাদাম চাষ করা যায়।

মাঘ

- অগভীর/গভীর নলকূপ ও পাওয়ার পাম্প চালু করার প্রস্তুতি নিতে হবে।
- পুকুর, জলাশয়, খাল ও ডোবার বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ব্রিধান ৪৭ ও অন্যান্য উপযোগী জাতের আবাদ করা যেতে পারে।
- উপকূলীয় অঞ্চলে এ সময় মুগডাল আবাদ করা যেতে পারে। বারি মুগ ২, বারি মুগ ৮ এর আবাদ করা যায়।
- উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে জোয়ার-ভাটায় জমিতে পানি জমে থাকে সেখানে সর্জান পদ্ধতিতে সবজি ও ফলের চাষ করার জন্য সর্জান বেড তৈরি করা যাবে।
- আলু ক্ষেতে মড়ক দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- খরা সহনশীল কাউন চাষ করা যাবে।
- খিরা, তরমুজ, মিষ্টি কুমড়া চাষ করা যায়।
- মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোরো ধানে উপরি সার প্রয়োগ করা উৎকৃষ্ট সময়।
- মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে উফশী আউশের আগাম বীজতলা তৈরি করা যাবে।
- গম, সরিষা, ছোলা, তিসি, ভূট্টা ফসলে সেচ দিতে হবে।
- মাসের শেষ সপ্তাহে পুকুর, জলাশয়, খাল, ডোবায় পানি সংরক্ষণ করতে হবে।
- রবি ফসলে ইউরিয়া প্রয়োগ করে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।
- উপকূলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় সর্জান পদ্ধতিতে সবজি ও ফল চাষের জন্য এ মাসে বেড তৈরি করতে হবে। বেড ফাল্গুন মাস পর্যন্ত করা যায়।
- মধ্য মাসে বরেন্দ্র অঞ্চলে কুসুম চারা রোপণ করা যায়।